বিষয়ঃ বর্তমান সরকারের দুই বছরের অর্জন সম্পর্কিত প্রতিবেদন নভেম্বর ২০১০ পর্যন্ত

বর্তমান সরকারের রূপকল্প অনুযায়ী ২০২০-২১ সাল নাগাদ এমন এক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবে, যেখানে অর্থনীতির চালিকাশক্তি হবে উন্নত প্রযুক্তি এবং উচ্চতর প্রবৃদ্ধি। সেই সম্ভাব্য বাংলাদেশে স্থিতিশীল থাকবে দ্রব্যমূল্য, আয়-দারিদ্র্য ও মানব-দারিদ্র্য নেমে আসবে ন্যূনতম পর্যায়ে, সবার জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত হবে, ব্যাপকভাবে বিকশিত হবে মানুষের সৃজনশীলতা এবং সক্ষমতা, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা পাবে, হ্রাস পাবে সামাজিক বৈষম্য, প্রতিষ্ঠা পাবে অংশীদারিত্বমূলক গণতন্ত্র এবং অর্জিত হবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট বিপর্যয় মোকাবেলায় সক্ষমতা। সেই বাংলাদেশ তথ্য-প্রযুক্তিতে বিকশিত হয়ে পরিচিত হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে। উন্নত ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ এবং অর্জিত সাফল্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

২। বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট ও বিশ্ব মন্দা মোকাবেলায় প্রণোদনা প্যাকেজ

২.১ বৈশ্বিক মন্দার শুরুতে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব না পড়লেও ক্রমান্বয়ে অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে, বিশেষত রপ্তানিতে এর নেতিবাচক প্রভাব অনুভূত হয়। মন্দা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের টাস্কফোর্স গঠন করে। টাস্কফোর্সের সুপারিশের প্রেক্ষিতে ২০০৯ সালের এপ্রিল মাসে ৩৪২৪ কোটি টাকার প্রথম প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে রপ্তানি খাতের উন্নয়নের জন্য নভেম্বর ২০০৯-এ দ্বিতীয় প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়। প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রণোদনা প্যাকেজ ও এর সংশোধিত প্রস্তাবনাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সুবিধা/সহায়তার প্রস্তাব নিম্নরূপঃ

- নির্দিষ্ট কিছু রপ্তানিমুখী শিল্পে ২.৫ শতাংশ নগদ সহায়তা বৃদ্ধি
- রপ্তানি সহায়তার ৭০ শতাংশের তাৎক্ষণিক ছাড়
- রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের বরাদ্দ বৃদ্ধি
- রপ্তানি ঋণের উর্ধ্বসীমা সম্প্রসারণ
- ঋণের সুদের হার কমানোর পদক্ষেপ নেয়া হয়।
- নতুন পণ্য রপ্তানি ও নতুন বাজার (আমেরিকা, কানাডা ও ইইউ ব্যতীত) প্রতিষ্ঠার জন্য বর্ধিত প্রণোদনা হিসেবে রপ্তানি আয়ের (এফওবি) ওপর প্রথম বছর (২০০৯-১০) ৫ শতাংশ, দ্বিতীয় বছর (২০১০-১১) ৪ শতাংশ এবং তৃতীয় বছর (২০১১-১২) ২ শতাংশ হারে বর্ধিত প্রণোদনা প্রদানকে “New Market Exploration Assistance" হিসেবে গণ্য করা হবে
- ‘ক্ষুদ্র ও মাঝারি’ বস্ত্রশিল্পের (২০০৮-০৯ অর্থবছরে ৩.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পর্যন্ত রপ্তানি করেছে তারা এ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত) জন্য ২০০৯-১০ অর্থবছরের অতিরিক্ত ৫ শতাংশ হারে রপ্তানি প্রণোদনা এবং এ সুবিধা ২০১০-১১ অর্থবছরেও বলবৎ থাকবে
- ‘ক্ষুদ্র ও মাঝারি’ বস্ত্রশিল্পের যে সকল প্রতিষ্ঠানে নিজস্ব কেপটিভ জেনারেটর নেই চলতি অর্থবছরে তাদের পরিশোধিত বিদ্যুৎ বিলের ওপর ১০ শতাংশ হারে অনুদান প্রদান, যা ৩০ জুন ২০১০ পর্যন্ত বলবৎ থাকা
- Export Development Fund হতে একক ঋণগ্রহীতার ঋণের পরিমাণ ১.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে উন্নীত করে ৩ টি ব্যাংকের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার নির্ধারণ
- রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণকে উৎসাহিত করার নিমিত্তে সম্ভাবনাময় জাহাজ নির্মাণ শিল্প এবং Crust Leather শিল্পে ৫ শতাংশ হারে নগদ সহায়তা প্রদান
- যে সকল প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ক্যাপটিভ জেনারেটর নেই ২০১০-১১ অর্থবছরে তাদের পরিশোধিত বিদ্যুৎ বিলের ওপর ১০ শতাংশ হারে অনুদান প্রদান করা হবে যা ৩০ জুন, ২০১০ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে

২.২ সরকারের ত্বরিত সিদ্ধান্ত এবং কৌশলগত কর্মসূচি গ্রহণের ফলে বৈশ্বিক মন্দার নেতিবাচক প্রভাবের প্রশমন সহজতর হয়েছে। ফলে মন্দাকালীন অবস্থাতে দেশে প্রবৃদ্ধির ধারা সচল রাখার মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্তর্নিহিত শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছেও যার বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো;

- বাংলাদেশ বিগত পাঁচ বছর ধরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশের কাছাকাছি রাখতে সক্ষম হয়েছে। এসময়ে সামষ্টিক অর্থনীতির ভারসাম্য বজায় ছিল এবং মূল্যস্ফীতি ব্যাপক সৃষ্টি হয়নি। কৃষি খাতের ধারাবাহিক অর্জন জিডিপি’র এ প্রবৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

- অভ্যন্তরীণ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে যা কাঙ্ক্ষিত চাহিদা সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনীতির অন্তর্নিহিত শক্তি বৃদ্ধি করছে।
- বাংলাদেশ হতে স্বল্প মূল্যের তৈরি পোশাক রপ্তানির ফলে মন্দার কারনে আন্তর্জাতিক বাজারে এর চাহিদার ওপর তেমন কোন নেতিবাচক প্রভাব পড়েনি;
- বাংলাদেশী শ্রমিকরা বিদেশে নিম্ন আয়ের পেশায় নিয়োজিত থাকায় মন্দাকালে তাদের ব্যাপক ছাঁটাই হয়নি;
- জাহাজ নির্মাণ শিল্পের বিকাশ এবং জাপানে তৈরি পোশাক রপ্তানি ও কয়েকটি নতুন দেশে রপ্তানি পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ ও পণ্য বহুমুখীকরণে সাফল্যের ধারা সূচিত হয়েছে
- বাংলাদেশ রপ্তানি পণ্যের মান নির্ধারণে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করেছে

২.৩ অর্থনৈতিক ভিত টেকসই ও শক্তিশালী করার পাশাপাশি জনগণের জীবন মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো:

- ✓ কৃষকদের উৎপাদন মূল্যের অতিরিক্ত ন্যায্য মুনাফা নিশ্চিত করার জন্য কৃষি পণ্যে সংগ্রহ মূল্য বৃদ্ধি এবং
- ✓ সরকারি পর্যায়ে খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ বৃদ্ধি
- ✓ সরকারি কর্মচারী কর্মকর্তাদের জন্য নতুন জাতীয় বেতন স্কেল ঘোষণা ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে বেতন-ভাতা বৃদ্ধি
- ✓ গার্মেন্টেস্‌ শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধিসহ এখাতের সকল স্তরের শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি

বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্তর্নিহিত ক্ষমতা এবং নীতি নির্ধারণে বর্তমান সরকারের দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে সফলভাবে বিশ্বমন্দা মোকাবেলা করা সম্ভব হয়েছে। কৃষি খাতে টেকসই উন্নয়ন, সরকার ও বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বিশ্ব অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানোর প্রেক্ষাপটে ২০০১০-১১ অর্থবছরে ৬.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

৩। বাজেট ২০০৯-১০ এবং ২০১০-১১ ঃ সরকারের নির্বাচনী অঙ্গিকার বাস্তবায়নের হাতিয়ার

৩.১ বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা এবং বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত রূপকল্প (ভিশন-২০২১) এ বর্ণিত অঙ্গীকার ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রথম ধাপ হিসেবে অর্থ বিভাগ কর্তৃক ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়ণ ও বাস্তবায়ন করা হয় এবং এই ধারাবাহিকতায় ২০১০-১১ অর্থ বছরের বাজেট তৈরী করা হয়েছে। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করেই এসকল বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০০৯-১০ এবং ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেটের বরাদ্দ ও ব্যয়ের নীতিসমূহের বৈশিষ্ট্য হলোঃ

- ✓ সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে মূল্যস্ফীতি সহনীয় সীমায় রেখে রাজস্ব আয় ও ব্যয় যৌক্তিক হারে বৃদ্ধি
- ✓ মন্দা মোকাবেলার জন্য পর্যাপ্ত রাজস্ব বরাদ্দ ও নীতি সহায়তা প্রদান
- ✓ সরকারের উন্নয়ন ব্যয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করার মাধ্যমে এডিপি বরাদ্দ দ্বিগুন করা
- ✓ অত্যাবশ্যকীয় অবকাঠামো খাতে বিশেষ করে বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও যোগাযোগ খাতে পর্যাপ্ত বর্ধিত বরাদ্দ প্রদান
- ✓ দারিদ্র বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা খাতের পরিধি সম্প্রসারণ ও বরাদ্দ যৌক্তিক হারে বৃদ্ধি
- ✓ মানব সম্পদ উন্নয়ন খাতে বর্ধিত বরাদ্দের ধারা অব্যাহত রাখা

৩.২ উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের আলোকে ২০০৯-১০ এবং ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেটে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাতেসমূহের বরাদ্দ নিম্নরূপ

- ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে মোট ব্যয় দাঁড়াবে ১১৩ হাজার ৮১৯ কোটি টাকা - যা জিডিপি-র ১৬.৫ শতাংশ। তন্মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার ৩০ হাজার ৫০০ কোটি টাকা যা পূর্ববতী বছরের সংশোধিত এডিপি'র চেয়ে ৩৩ শতাংশ বেশী
- বর্ধিত এডিপি বরাদ্দের পাশাপাশি সরকার এডিপি বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকার গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের বাস্তবায়নের ফলে দেশে প্রথম বারের মত এডিপিতে ২৫৯২০ কোটি টাকা ব্যয়ের মাধ্যমে অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় অধিকতর সম্পদ ব্যবহারের সক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে

- ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেটে মোট ব্যয় দাঁড়াবে ১৩২ হাজার ১৭০ কোটি টাকা - যা জিডিপি-র ১৬.৯ শতাংশ। তন্মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার ৩৮ হাজার ৫০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৪.৯ শতাংশ) যা পূর্ববর্তী বছরের এডিপি'র চেয়ে ২৬ শতাংশ বেশী

- জেন্ডার সমতা বিধানের উদ্যোগের অংশ হিসেবে ২০০৯-১০ অর্থবছরে প্রথম বারের মত ৪টি মন্ত্রণালয়ের নারী উন্নয়ন অধিকার রক্ষায় একটি পৃথক প্রতিবেদন জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয় । চলতি ২০১০-১১ অর্থবছরে ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট বিশ্লেষণ করে ''জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন'' শীর্ষক একটি দলিল জাতীয় সংসদে পেশ করা হয়েছে এবং এ খাতে জিডিপির প্রায় ৪.৪ শতাংশ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে

- বর্তমান সরকারের রূপকল্পের অন্যতম ভিত হবে একটি সংহত ও সম্প্রসারিত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী – যা দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সকল প্রকার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক অভিঘাত থেকে সুরক্ষা দেবে। আর সামাজিক ক্ষমতায়-নের মাধ্যমে হ্রাস পাবে দারিদ্র্য। ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৫ শতাংশ নামিয়ে আনার লক্ষ্যে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটের প্রায় ১৪.৮ শতাংশ সম্পদ সামাজিক নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়ন খাতে রবাদ্দ রাখা হয়েছে –যা জিডিপি'র প্রায় ২.৫ শতাংশ।

- দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি মোকাবেলার অংশ হিসেবে জনগোষ্ঠীর দুর্ভোগ লাঘবের জন্য বছরের দুটি পর্যায়ে (সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ও মার্চ-এপ্রিল) অদক্ষ শ্রমের বিনিময়ে অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে ১১৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়;

- সরকারের রূপকল্প অনুসরণে ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্রের হার ১৫% এ নামিয়ে আনার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে বিদ্যমান বিভিন্ন ভাতার হার ২০০৯-১০ অর্থ বছরে গড়ে ৩৫ শতাংশ ও মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতার হার ৬৭ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয় এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ২০০৯-১০ ও ২০১০-১১ অর্থবছরের নিম্নোক্তভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছেঃ

    - বয়স্ক ভাতা কর্মসূচীঃ উপকারভোগী ২২ লক্ষ ৫০ হাজার ২০০৯-১০ অর্থবছরে এবং ২৪ লক্ষ হতে ৭৫ হাজার ২০১০-১১ অর্থবছরে

    - অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধীদের ভাতা কর্মসূচীঃ উপকারভোগী ২০০৮-০৯ অর্থবছরের ২ লক্ষ থেকে ২০০৯-১০ অর্থবছরে ২ লক্ষ ৬০ হাজারে এবং ২০১০-১১ অর্থবছরে এবং ২ লক্ষ ৮৬ হাজারে উন্নীত

    - অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ভাতা কর্মসূচী ঃ উপকারভোগী ২০০৮-০৯ অর্থবছরের ১ লক্ষ থেকে ২০০৯-১০ অর্থবছরে ১ লক্ষ ২৫ হাজারে এবং ২০১০-১১ অর্থবছরে এবং ১ লক্ষ ৫০ হাজারে উন্নীত

- 'ঘরে ফেরা' কর্মসূচি পুনরায় শুরু করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের অনুকূলে থোক বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং 'একটি বাড়ী একটি খামার' কর্মসূচিটি নতুন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য ১১৯৭ কোটি টাকা সংস্থান করা হয়েছে;

- উচ্চ মাধ্যমিক বা সমপর্যায়ের বেকার যুবক-যুব মহিলাদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ন্যাশনাল সার্ভিস, প্রতিবন্ধীদের স্বাস্থ্যসেবা ও সহায়ক উপকরণ সরবরাহ করার জন্য সেবা ও সহায়ক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি নতুন কর্মসূচি গ্রহণপূর্বক বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে;

- ২০০৯-১০ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে কৃষি খাতে ভর্তুকি বাবদ মূল বাজেটে বরাদ্দকৃত ৩৬০০ কোটি টাকার অতিরিক্ত ১৩৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে মোট বরাদ্দ ৪৯৫০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। চলতি ২০১০-১১ অর্থ বছরে প্রাথমিকভাবে ৪০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে;

- আইটি খাতে উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সহায়তা করার জন্য সমমূলধন তহবিলের বরাদ্দ ৪০০ কোটি টাকায় উন্নীত

- সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে প্রায় ৭০০ কোটি টাকায় একটি জাতীয় জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল গঠনের মাধ্যমে স্থানচ্যুত মানুষকে পুনর্বাসনে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে

- উন্নয়ন সহযোগীদের অংশগ্রহণে জলবায়ু পরিবর্তনজনীত দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার উদ্দেশ্যে ' বাংলাদেশ জরবায়ু পরিবর্তন সক্ষমতা তহবিল' (Bangladesh Climate Change Resilience Fund, BCCRF) শীর্ষক ১১০ মিলিয়ন ডলারের তহবিল গঠন করা হয়েছে
- বায়ু ও শিল্প দূষণের মাত্রা হ্রাসের লক্ষ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক Effluent Treatment Plant স্থাপনে সহায়তার জন্য ৩০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে

৩.৩ পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহের নিশ্চয়তা

২০১৫ সালের মধ্যে নতুন ৯৪২৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগ কর্তৃক বিদ্যুৎ ,জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় " বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাত উন্নয়নে পথনকশা" শীর্ষক একটি দলিল জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করে। বিদ্যুৎ ঘাটতি দূরীকরণার্থে গৃহীত পথ নকশা বাস্তবায়নের জন্য সরকার তাৎক্ষণিক, স্বল্প এবং মধ্য মেয়াদি সময়ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সরকার গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি স্বতন্ত্র বিদ্যুৎ উৎপাদকদের (Independent Power Producer) মাধ্যমে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনকে বর্তমানে উৎসাহিত করা হচ্ছে। বিদ্যুতের ব্যবহার যৌক্তিক করার লক্ষ্যে সরকার গতানুগতিক বাল্বের পরিবর্তে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাল্ব ব্যবহারের উদ্যোগ নিয়েছে। পথ নকশা অনুযায়ী বছরভিত্তিক নতুন বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যসমূহ নিম্নরুপ;

- তাৎক্ষণিক পরিকল্পনা অনুযায়ী
  - ✓ ২০১০ সালের মধ্যে ৭৯২ মেগাওয়াট
- স্বল্প মেয়াদি পরিকল্পনা অনুযায়ী
  - ✓ ২০১১ সালের মধ্যে ৯২০ মেগাওয়াট
  - ✓ ২০১২ সালে ২২৬৯ মেগাওয়াট
- মধ্য মেয়াদি পরিকল্পনার আওতায়
  - ✓ ২০১৩ সালে ১৬৭৫ মেগাওয়াট
  - ✓ ২০১৪ সালে ১১৭০ মেগাওয়াট
  - ✓ ২০১৫ সালে ২৬০০ মেগাওয়াট

বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অভিপ্রায়ে ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেটে পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে বরাদ্দ ৬১.৫ শতাংশ বৃদ্ধি করে মোট ৬ হাজার ১১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ডিসেম্বর ২০১০ এর মধ্যে জাতীয় গ্রিডে অতিরিক্ত ১১০৭ মেঃ ওঃ বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে পিকিং ও ভাড়াভিত্তিক উৎপাদকদের সাথে চুক্তি সম্পন্ন করা হয়েছে

৩.৪ সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব উদ্যোগ শক্তিশালীকরণ

বর্তমান সরকার জনজীবনের দুর্ভোগ লাঘবের নিমিত্ত ২০১৩ সালের মধ্যে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, নিরাপদ ও সহজপ্রাপ্য পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা চালু করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সরকারের একার পক্ষে সম্ভব না। তাই সরকার ২০০৯ সাল থেকে অংশীদারিত্বভিত্তিক সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে বিনিয়োগের ওপর জোর দিচ্ছে। এ লক্ষ্যে অর্থ বিভাগ কর্তৃক ২০০৯-১০ অর্থ বছরের বাজেট উপস্থাপন কালে জাতীয় সংসদে " **সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব উদ্যোগে নব-উদ্যম বিনিয়োগ প্রয়াস**" শীর্ষক একটি অবস্থান পত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। পিপিপি উদ্যোগে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ হলো:

- ✓ সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব উদ্যোগ নীতি ও কৌশল,২০১০ শীর্ষক একটি সহজ, সংক্ষিপ্ত ও যুগোপযোগী নির্দেশিকা গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে
- ✓ পিপিপি উদ্যোগে সহায়তা প্রদানের জন্য ২০১০-১১ অর্থ বছরের বাজেটে ৩ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে
- ✓ পিপিপি কাজে গতি, পেশাগত মান ও প্রতিযোগিতা আনয়নের জন্য প্রধামন্ত্রীর কার্যালয়ে একটি স্বতন্ত্র পিপিপি অফিস এবং অর্থ বিভাগে একটি পিপিপি ইউনিট প্রতিষ্ঠার কাজ চূড়ান্ত করা হচ্ছে

- ✓ পিপিপি উদ্যোগে অবকাঠামো খাতের প্রকল্প অর্থায়নে সহায়তার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ১৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে 'বাংলাদেশ অবকাঠামো অর্থায়ন তহবিল' (BIFF) গঠন করা হয়েছে

৪। সামষ্টিক অর্থনীতির সর্বশেষ পরিস্থিতি

বিশ্ব অর্থনীতির মন্দার প্রভাব থেকে বাংলাদেশ অনেকাংশে মুক্ত থাকতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ এ সময়ে সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি প্রতিপালনে যথেষ্ট দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে।

৪.১ জিডিপি

- ২০০৮-০৯ অর্থবছরে সাময়িক হিসাবে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৫.৮৮ শতাংশ অর্জিত হয় যা বিশ্ব অর্থনীতির মন্দা অবস্থার প্রেক্ষাপটে সন্তোষজনক;
- ২০০৯-১০ অর্থ বছরের জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার প্রাক্কলন করা হয় ৬ শতাংশ এবং ২০১০-১১ অর্থ বছরের ৬.৭ শতাংশ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধির প্রত্যাশা করা হচ্ছে
- ২০০৮-০৯ অর্থবছরে মাথাপিছু জিডিপি প্রথমবারের মতো ৬০০ মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে মাথাপিছু জাতীয় আয় ও জিডিপি যথাক্রমে ৬৭৬ ও ৬২০ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়
- ২০০৯-১০ অর্থবছরের সাময়িক হিসাবে মাথাপিছু আরো বৃদ্ধি পেয়ে ৭৫০ মার্কিন ডলারে এবং মাথাপিছু জিডিপি ৬৮৪ উন্নীত হচ্ছে

৪.২ মূল্যস্ফীতি

দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা বর্তমান সরকারের অন্যতম নির্বাচনি অঙ্গিকার। আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য মূল্যের সহনীয় পরিস্থিতি এবং সরকারের যথাযথ পদক্ষেপের কারণে মূল্যস্ফীতিকে নিম্ন পর্যায়ে রাখা সম্ভব হয়েছে।

- ২০০৮-০৯ অর্থবছরে গড় মূল্যস্ফীতি প্রায় ১০ শতাংশ হতে ৬.৬৬ শতাংশে নেমে আসে;
- ২০০৯-১০ অর্থবছরের গড় মূল্যস্ফীতি কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে প্রাথমিক প্রাক্কলনে ৭.৩ শতাংশ
- সাম্প্রতিক বছরসমূহে এশিয়ার কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতির হার এখনো কম

৪.৩ রপ্তানি

- ২০০৮-০৯ অর্থবছরে রপ্তানি আয়ের পরিমান ১৫,৫৬৫.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১০.৩ শতাংশ বেশী;
- বিশ্ব মন্দার নেতিবাচক প্রভাবে ২০০৯-১০ অর্থ বছরের প্রথম ছয় মাসে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হার ঋণাত্বক (- ৬.২ শতাংশ) হলেও বছরের শেষ ছয় মাসে রপ্তানি প্রবৃদ্ধির (১৪.৩ শতাংশ) উল্লেখযোগ্য উন্নতির মাধ্যমে সার্বিক রপ্তানিতে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি (৪.১ শতাংশ) অর্জন করা সম্ভব হয়
- ২০১০-১১ অর্থবছরের রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি করে ১৯.৪ বিলিয়ন ইউএস ডলার নির্ধারণ করা হয়। জুলাই-আগষ্ট ২ মাসে সময়ে রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৪,৩২৯.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিপরীতে রপ্তানি হয়েছে ৩,৮৭০.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা লক্ষ্যমাত্রার ৮৯.৪ শতাংশ;
- ২০১০-১১ অর্থবছরের ১ম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) পূর্ববর্তী অর্থবছরের ১ম প্রান্তিকের তুলনায় রপ্তানি আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় এবং রপ্তানীর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫০২৯.০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার

৫.৪ আমদানি

- ২০০৮-০৯ অর্থবছরে আমদানি বাবদ মোট ব্যয় হয়েছে ২২,৫০৭.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ২০০৭-০৮ অর্থবছরের তুলনায় ৪.১ শতাংশ বেশী

- বিশ্ব মন্দার নেতিবাচক প্রভাবে ২০০৯-১০ অর্থ বছরের প্রথম ছয় মাসে আমদানি প্রবৃদ্ধি হার ঋণাত্বক (- ৫.৫ শতাংশ) হলেও বছরের শেষ ছয় মাসে আমদানি প্রবৃদ্ধির (১৭.৬ শতাংশ) উল্লেখযোগ্য উন্নতির মাধ্যমে সার্বিক আমদানিতে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি (৫.৪ শতাংশ) অর্জন করা সম্ভব হয়।
- ২০১০-১১ অর্থবছরের আমদানির লক্ষ্যমাত্রা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি করে ২৪.৯ বিলিয়ন ইউ এস ডলার নির্ধারণ করা হয়। ২০১০-১১ অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর ১০) ভিত্তিতে আমদানি খাতে পুর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩৮.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে
- একই সময়ে মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে ৪০ শতাংশ যা অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক।

৫.৫ রেমিট্যান্স

- ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ৯.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স দেশে আসে যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের রেমিট্যান্স প্রবাহের (৭.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) অপেক্ষা ২২.৪ শতাংশ বেশী;
- ২০০৯-১০ অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবাহ এসেছে প্রাথমিক হিসাবে ১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা গত অর্থবছরের রেমিট্যান্স প্রবাহের (৯.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) তুলনায় ১৩.৪ শতাংশ বেশী;
- ২০১০-১১ অর্থবছরের রেমিট্যান্স আয়ের লক্ষ্যমাত্রা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২১.৭ শতাংশ বৃদ্ধি করে ১৪ বিলিয়ন ইউ এস ডলার নির্ধারণ করা হয়

৫.৬ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও চলতি হিসাবের ভারসাম্য

- ২০০৮-০৯ অর্থবছরের শেষে বৈদেশিক মূদ্রার রিজার্ভ দাড়ায় ৭.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার;
- বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের এ ধারা চলতি অর্থবছরেও অব্যাহত রয়েছে এবং নভেম্বর ২০০৯-এ তা প্রথমবারের মতো ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে;
- ২০০৯-১০ অর্থবছর শেষে প্রাথমিক হিসাবে বৈদেশিক মূদ্রার রিজার্ভ দাঁড়াচ্ছে ১০.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার
- ২০১০-১১ অর্থবছরের সেপ্টেম্বর মাস শেষে বৈদেশিক মূদ্রার রিজার্ভ দাঁড়াচ্ছে ১০.৮ ৩বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ২০০৯-১০ অর্থবছরের সেপ্টেম্বর মাসের তুলনায় ১৫.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে

৫.৭ রাজস্ব

৫.৭.১ এনবিআর কর রাজস্ব

- ২০০৯-১০ অর্থবছরে GbweAvi কর ivR¯ Av‡qi লক্ষ্যমাত্রা ৬১,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি’র ৮.৯ শতাংশ) এর বিপরীতে প্রকৃত আদায় ৬২৫১৪ কোটি টাকা (জিডিপি’র ৯.১ শতাংশ) অর্জিত হয়ে মূল লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে
- ২০১০-১১ অর্থবছরে পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে ১৯ শতাংশ বেশী রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করে মোট ৭২ হাজার ৫৯০ কোটি টাকা (জিডিপি’র ৯.৩ শতাংশ)। প্রথম (জুলাই-সেপ্টেম্বর) প্রান্তিকে আদায় হয়েছে ১২,৪০৮ কোটি টাকা যা গত অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের তুলনায় ৯.১ শতাংশ বেশী

৫.৮ বাজেট ঘাটতি ও ঘাটতি অর্থায়ন

- ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি হয়েছিল ২১,১২১ কোটি টাকা (জিডিপি’র ৩.৪ শতাংশ)।
- ২০০৯-১০ অর্থবছরে মূল বাজেট অনুযায়ী সামগ্রিক বাজেট ঘাটতি ৩৪,৩৫৮ কোটি টাকা (জিডিপি’র ৫.০ শতাংশ)। প্রকৃত হিসাব অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে বাজেট ঘাটতি ২৩৬ কোটি টাকা যা ২০০৮-০৯ অর্থবছরের একই সময়ের বাজেট ঘাটতির তুলনায় ২৮০৯ কোটি টাকা কম (Kwl fZwK Ges Rvjwb †Z‡ji মূল্যজনিত Kvi‡Y wewcwm‡K A_ c`vb Kivq NvUwZ †ekx n‡qwQj)
- ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বৈদেশিক সূত্রে অর্থায়ন হয়েছিল ৪৭০০ কোটি টাকা (জিডিপি’র ০.৮ শতাংশ);

- 2009-10 A_eQ‡i প্রাথমিক হিসাবে বৈদেশিক সূত্রে অর্থায়ন হয়েছে ১৪,৭১০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ২.০১ শতাংশ

৬। অর্থ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন নীতি, আইন ও সংস্কার কার্যক্রমঃ

একটি দক্ষ আর্থিক খাত অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের অন্যতম পূর্বশর্ত। এটি বিবেচনায় রেখে এ খাতে নিম্নোক্ত বিভিন্ন নীতি, আইন ও সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৬.১ অর্থ ও বাজেট এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা

- সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯ প্রণয়ন ও জাতীয় সংসদের অনুমোদনক্রমে জারী করা হয়েছে;
- dvBbvbwkqvj wi‡cwUs AvBb, 2009 Gi Lmov cYqb Kiv n‡q‡Q, এ আইনের মাধ্যমে Rb¯v_ ms¯vসমূহের we‡klZ K‡cv‡iU †m±i, cvewjK †m±i K‡cv‡ikb, miKvix ¯vqZkwmZ ms¯v, †emiKvix Dbqb ms¯v, e¨vsK, Aw_K cwZôvb, exgv cwZôvb I G RvZxq Ab¨vb¨ cwZôv‡bi Aw_K cwZ‡e`b cYqb, wnmve msi¶Y, wbix¶v c×wZ cfwZ we‡q ¸bMZ cwieZb Avbqb Z_v Revewew`wnZv KvVv‡gv‡Z GKwU wbqwš¿Z cwi‡ek mwó হবে।
- অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক Audit Act, 2008 এর খসড়া cYqb Kiv হচ্ছে
- অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা তথা সরকারি অর্থের ফলপ্রসূ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের অনুকূলে নিরীক্ষা/সমীক্ষা খাতে অর্থ বরাদ্দ ব্যবহারের একটি নীতিমালা অনুমোদনপূর্বক জারী করা হয়েছে;
- বাজেট হিসাব প্রণয়নে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের অংশ হিসেবে অর্থ বিভাগে iBAS (Integrated Budgeting & Accounting System) পদ্ধতি চালু রয়েছে। এই পদ্ধতির আওতায় মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোভুক্ত (MTBF) মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ ৫৮টি জেলা হিসাবরক্ষণ অফিস, ৬টি বিভাগীয় হিসাব রক্ষণ কার্যালয় এবং সকল CAO অফিসসমূহে WAN/LAN এর মাধ্যমে অর্থ বিভাগের সার্ভারের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। ফলে সরকারি অর্থ ও সম্পদ ব্যবহারে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আইটেমসমূহের রেট পুনর্নির্ধারণের প্রস্তাবে অর্থ বিভাগের সম্মতি প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০৯ সালে ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিভিন্ন প্রকার কোর্ট ফি পুনর্নির্ধারণ এবং সম্পত্তির বাজারমূল্য নির্ধারণ বিধিমালা, ২০০২ এর আওতায় জমির বাজারমূল্য বৃদ্ধিপূর্বক পুন:নির্ধারণ করা হয়েছে।
- নগদ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সোনালী ব্যাংকের ট্রেজারি কার্যক্রম (আদান-প্রদান) কম্পিউটারায়নের আওতায় আনা হয়েছে। এ ব্যবস্থায় মোট ৬২টি জেলা ট্রেজারির নিয়ন্ত্রণ ও প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে;
- সোনালী ব্যাংকের ৩টি শাখাকে (নন-চেক ট্রেজারি শাখার অনুরূপ) ট্রেজারি কার্যক্রম পরিচালনার অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
- বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থাসমূহকে সুসংহত ও গতিশীল করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বিরাষ্ট্রীয়করণের পাশাপাশি কর্মচ্যুৎ শ্রমিকদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
- ভবিষ্য তহবিল হিসাব বিবরণী কম্পিউটারের মাধ্যমে সরবরাহ করার পাইলট প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে এবং এর অংশ হিসাবে কর্মকর্তাগণের হিসাব বিবরণী কম্পিউটারের মাধ্যমে সরবরাহ করা হচ্ছে। পাশাপাশি কর্মচারীগণের হিসাব বিবরণী কম্পিউটারের মাধ্যমে সরবরাহের জন্য একটি সফটওয়্যার তৈরীর পাইলট প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।
- eZgvb miKv‡ii ÔWwRUvj evsjv‡`kÕ Movi ¯c বাস্তবায়নে wmGwR Kvhvj‡qi Z_¨ chw³ সংক্রান্ত welqwু`i mwweK e¨e¯vcbv, ch‡e¶Y I cwiPvjbvi Rb¨ Ges GZ`সংক্রান্ত Kg‡Kŝkj cYqb I Zv বাস্তবায়নে c‡qvRbxq wb‡`kbvi Rb¨ GKwU ¯vqx ÔZ_¨ chw³ v÷qwis KwgwUÕ MVb Kiv n‡q‡Q|

- অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকুরীজীবীদের ১০ কর্মদিবসের মধ্যে পেনশন প্রদান করা হচ্ছে। বেসামরিক সরকারী চাকুরেদের পেনশন মঞ্জুরী ও পরিশোধ সংক্রান্ত বিধি/পদ্ধতি অধিকতর সহজীকরণ আদেশ অনুযায়ী পেনশনের যাবতীয় কার্যক্রম সুচারুরূপে সম্পাদন করা হচ্ছে।

- প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত ১ ঃ ৫০ হতে কমিয়ে ১ঃ ৪০ করার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২০,২২২টি সহকারী শিক্ষকের পদ সৃজনে অর্থ বিভাগ হতে সম্মতি দেয়া হয়েছে।

- সকলের জন্য মান সম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবা এবং অধিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি পুরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন সরকারি হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজে ১,৭৮৬ জন চিকিৎসক এবং অন্যান্য ২,৫৪৬টি পদ সৃজনে সম্মতি দেয়া হয়েছে

- বিদেশে জনশক্তি রপ্তাণী অব্যাহত রাখা এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত বাংলাদেশী শ্রমিকদের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে ইটালী, জর্ডান , ইরাক ও জাপানে ৪টি নতুন শ্রম উইং খোলা এবং মালয়েশিয়া ও সৌদি আরবে বিদ্যমান শ্রম উইংগুলোর জনবল বৃদ্ধিতে অর্থ বিভাগ হতে সম্মতি দেয়া হয়েছে।

- ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ৯টি জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস ও ২০টি উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিসের জন্য ১,৮৫৭টি পদ, দেশে আইন শৃংখলা উন্নয়নে পুলিশ বাহিনীকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে পুলিশ বিভাগে ১৩,৬১০টি নতুন পদ, গার্মেন্টস শিল্প এলাকার নিরাপত্তা তথা অরাজকতা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে শিল্প পুলিশ জোন গঠনের লক্ষ্যে ২৯৯০টি পদ, তথ্য কমিশন গঠন করা হয়েছে এবং কমিশনের কার্যাবলী সম্পাদনের লক্ষ্যে ৭৭ টি পদ এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অধীন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর অনুবিভাগের পুনর্গঠন, সম্প্রসারণ ও পুনর্বিন্যাসের লক্ষ্যে বিদ্যমান পদের অতিরিক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর মোট ৩৬০৮টি পদ সৃষ্টিতে অর্থ বিভাগের সম্মতি দেয়া হয়েছে

- উন্নয়ন এবং সেবা সরবরাহের সুফল জনগণের দোর গোড়ায় পৌছে দেয়ার জন্য স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে বর্তমান সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ । এই প্রতিশ্রুতি পুরণে পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলাকে বিভক্ত করে ‘‘রাঙ্গাবালী’’ উপজেলা এবং বাক্ষ্মণবাড়ীয়া জেলার নবীনগর উপজেলাকে বিভক্ত করে ‘‘নুরনগর’’ উপজেলা গঠনে সম্মতি দেয়া হয়েছে।

- জাতীয় রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিগত ২০ মাসে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে নন-ট্যাক্স রেভিনিউ (এনটিআর) সংক্রান্ত বিভিন্ন আইটেমের বিদ্যমান রেট পুনঃনির্ধারণ ও নতুন আইটেমের রেট নির্ধারণসহ মোট ২২টি আইটেমের স্বপক্ষে সম্মতি প্রদান করা হয়েছে। তম্মধ্যে Machine Readable Passport (MRP) প্রবর্তন, Electronic Money Order (EMO) এর মাধ্যমে Remittance প্রেরণ, Electronic Money Transfer Service প্রবর্তন, ইলেট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রবর্তন ও বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল হার নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রস্তাবে অর্থ বিভাগের সম্মতি প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব আয় বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে

- বাংলাদেশের জমি রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং এ প্রক্রিয়ায় ব্যয়িত অর্থ ও সময় হ্রাসকরণের লক্ষ্যে জমি রেজিস্ট্রেশনের ব্যয় মফস্বল এলাকায় ১৪.৫%-এর স্থলে ৮% এবং শহর এলাকায় ১৮.৫%-এর স্থলে ৯%-এ কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। একইসাথে এ খাতে সরকারী রাজস্ব আয়ের ধারা ক্রমবর্ধমান করতে জমির মৌজাভিত্তিক মূল্য ২.০ গুণ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে

৬.২ ব্যাংকিং খাত

- মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯ এবং বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৯ জারি করা হয়েছে।

- আর্থিক খাত সংস্কারের অংশ হিসেবে Enterprise Growth and Bank Modernization Project এর আওতায় রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন সংক্রান্ত নীতিমালা জারী করা হয়েছে।

- বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে কৃষি/পল্লী খাতকে বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি বিবেচনায় এবং পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার স্বার্থে কৃষি খাতকে অগ্রাধিকার বিবেচনায় বার্ষিক কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে। এ নীতিমালা ও কর্মসূচির আওতায় ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের জন্য ১১৫১২.৩০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা এ যাবতকালের মধ্যে সর্বোচ্চ।

- ঘূর্ণিঝড় আইলা পরবর্তী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পর্যালোচনা সম্পর্কে ঘূর্ণিঝড় আইলায় সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়নসমূহে কৃষি ও ক্ষুদ্র ঋণ (এনজিওসমূহের ঋণসহ) আদায় কার্যক্রম পরবর্তী ১ বছরের জন্য স্থগিত রাখার বিষয়ে ২৮ জুন ২০০৯ তারিখে পরিপত্র জারী করা হয়েছে।

- বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক (বিএসবি) ও বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা (বিএসআরএস) কে নবগঠিত বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড (বিডিবিএল) হিসাবে রুপান্তরের প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে রয়েছে। Bangladesh Shilpa Bank (Amendment) Bill ফেব্রুয়ারি- 2009 জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হয়েছে। Vendors Agreement স্বাক্ষরের পর বিএসবি ও বিএসআরএস বিলুপ্তি সংক্রান্ত গেজেট নোটিফিকেশন জারী করা হবে। বিডিবিএল এর প্রথম পরিচালনা পর্ষদ গঠন সংশ্লিষ্ট আদেশ গত ২৯/৯/২০০৯ তারিখে জারী করা হয়েছে।

- 'সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্ট' এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের যাবতীয় কার্যাবলী অটোমেশনের আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল বিভাগ ও অফিসের মধ্যে অনলাইন নেটওয়ার্ক স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল বিভাগ/অফিস, সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকসহ জনগণের প্রয়োজনীয় প্রবেশাধিকার সম্বলিত কেন্দ্রীয় ডাটা ডিপজিটরি সিস্টেম গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- বাংলাদেশ ব্যাংক এর তত্ত্বাবধানে দেশে আধুনিক পেমেন্ট ও সেটলমেন্ট সিস্টেমস্ এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ স্থাপনের কাজ সমাপ্তির পর্যায়ে রয়েছে। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে ক্লিয়ারিং হাউসের চালুও করা হয়েছে।

- দেশের মুদ্রা বাজারে মুদ্রা সরবরাহ পরিমিত রাখা, উৎপাদনশীল ও অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহ নিশ্চিত করা , অনুৎপাদনশীল খাতে ঋণ প্রবাহ সংকুচিত করাসহ সর্বোপরি মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রনে রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতি সুদ হার তথা রিপো ও রিভার্স রিপো হার বৃদ্ধি করে সর্বশেষ জুলাই ২০১০-এ তা যথাক্রমে শতকরা ৫.৫ ও ৩.৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে।

- বৈদেশিক লেনদেন বিধি-বিধান সহজীকরণ এবং রেমিট্যান্স আহরণ ও বিতরণের নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি তথা রেমিট্যান্সের ডেলিভারী সার্ভিস উন্নতকরণে কতিপয় এনজিওকে সম্পৃক্ত করাসহ, মোবাইল ফোন এর ব্যবহার ও পোষ্ট অফিস সার্ভিস ব্যবহারের সুযোগ দেয়া এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নিবিড় তত্ত্বাবধান কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

- রেমিট্যান্স ব্যবস্থা জোরদারকরণ, ব্যাংকগুলোকে বিদেশে এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলার অনুমোদন প্রদান ও রপ্তানি খাতে নগদ সহায়তা বৃদ্ধির কারণে বৈদেশিক মুদ্রা মজুদ (foreign exchange reserves) ১১ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে বাংলাদেশের ইতিহাসে এ যাবতকালের সর্বোচ্চ রেকর্ড পরিমাণ ১০০৪৮.২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। ২০০৯-১০ অর্থ বছরের শেষে এ মজুদের পরিমাণ ১১৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হওয়ার উজ্জল সম্ভাবনা রয়েছে

- দেশে সৌর শক্তির ব্যবহার এবং পরিবেশ বান্ধব বিকল্প জ্বালানী ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ও গ্যাস ঘাটতি মোকাবেলা এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা ও জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণের স্বার্থে ব্যাংকগুলো যাতে দ্রুত ও সহজশর্তে সৌর শক্তি, বায়োগ্যাস ও বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট নির্মাণে ঋণ প্রদান করতে পারে সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব সম্পদে প্রাথমিকভাবে ২০০ (দুইশত) কোটি টাকার আবর্তনশীল তহবিল নিয়ে একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কীম চালু ।

- সরকার কর্তৃক নিম্নলিখিত ব্যাংকসমূহের অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন নিম্নরূপভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে

- বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেবি) এর অনুমোদিত মূলধন ১০০০ কোটি টাকা হতে ১৫০০ কোটি টাকা;
- রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব) এর অনুমোদিত মূলধন ৪০০ কোটি টাকা হতে ৭৫০ কোটি টাকা;
- কর্মসংস্থান ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ৩০০ কোটি টাকা হতে ৫০০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ১৪০ (একশত চল্লিশ) কোটি টাকা হতে ৩০০ কোটি টাকা; এবং আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক এর পরিশোধিত মূলধন ৩০.০০ কোটি টাকা হতে ৫০ কোটি টাকা।

- গত ১লা জুন ২০০৯ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক ও ইনভেষ্টম্যান্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর মধ্যে স্বাক্ষরিত সাব এজেন্সী চুক্তি অনুযায়ী ইক্যুইটি এ্যান্ড এন্ট্রাপ্র্যানারশীফ ফান্ড (ইইএফ) এর সমুদয় খাতের ব্যবস্থাপনা আইসিবির উপর অর্পণ করা হয়েছে। আইসিবির অনুমোদিত মূলধন ১০০ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৫০০ কোটি টাকায় উন্নীত করার অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
- জনশক্তি রপ্তানিতে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপনের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন-২০১০ জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে

৬.৩ পুঁজিবাজার

- বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে মৌলভিত্তি সম্পন্ন সিকিউরিটিজের যোগান বৃদ্ধির জন্য ২০০৬ সাল হইতে স্টক এক্সচেঞ্জে সরাসরি সিকিউরিটজ তালিকাভূক্তির (Direct Listing) ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে পূর্বে ১০% অফলোডিং এর ব্যবস্থা ছিল, যা গত জুন ০৪, ২০০৯ তারিখে নির্দেশনা জারির মাধ্যমে ২৫% এ উন্নীত করা হয়েছে।
- নতুন মার্চেন্ট ব্যাংকার ও সম্পদ ব্যবস্থাপকের নিবন্ধন কার্যক্রমের আওতায় এ পর্যন্ত ৩১টি কোম্পনিকে মার্চেন্ট ব্যাংকার এবং ৭টি কোম্পানিকে সম্পদ ব্যবস্থাপক হিসাবে কাজ করার জন্য নিবন্ধন সনদ প্রদান করা হয়েছে। ফলে পুঁজিবাজারে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা বাজারের অস্বাভাবিক অবস্থা রোধ করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে।
- পোর্টফোলিও ম্যানেজার কর্তৃক ইক্যুইটি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার বিধান অন্তর্ভূক্ত করে ' সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৬৬' এর সংশোধন করা হয়েছে। এতে করে উক্ত বিনিয়োগে পোর্টফোলিও ম্যানেজারের ন্যূনতম অংশ হবে মোট বিনিয়োগের ৩০ শতাংশ।
- সম্প্রতি ' সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১' সংশোধন করা হয়েছে। এ বিধি মালার আওতায় বিনিয়োগকারীগণ কর্তৃক বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তার জন্য কোন মিউচ্যুয়াল ফান্ডের স্কীমে প্রতি সপ্তাহে এর নীট সম্পদ মূল্য নির্ধারণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। এছাড়া মিউচ্যুয়াল ফান্ডের প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীগণের ইউনিট বিক্রির উপর তালিকাভূক্তির তারিখ হতে ছয় মাসের লক-ইন আরোপ করা হয়েছে। সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন দেড় কোটি হতে পাঁচ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
- IPO এর ক্ষেত্রে বর্তমানে ইস্যুয়ার কর্তৃক স্থিরকৃত মূল্যে সিকিউরিটিজ ইস্যু করার ব্যবস্থা রয়েছে। চাহিদা ও সরবরাহের ভিত্তিতে বাজার কর্তৃক স্থিরকৃত মূল্যে শেয়ার ইস্যুর আধুনিক ব্যবস্থা বুকবিল্ডিং পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হয়েছে । ইতিমধ্যে বুক বিল্ডিং পদ্ধতির সংশ্লিষ্ট বিধি মার্চ ১৯, ২০০৯ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে। বুকবিল্ডিং এর ক্ষেত্রে ইস্যুয়ার কোম্পানির আর্থিক বিবরণী কমিশনের নির্ধারিত প্যানেল অব অডিটর কর্তৃক নিরীক্ষার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।
- ইন্টারনেটে সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কমিশন একটি গাইডলাইন/রেগুলেশন তৈরীর জন্য কাজ করছে, যাতে বাজার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষ এর সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন নতুন সেবা প্রদান করতে পারে এবং এর ব্যবহারকারীরা তা থেকে উপকৃত হতে পারে।

৬.৪ বীমা খাত

- বীমা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন ২০০৯ এবং বীমা আইন ২০০৯ জারী করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ ইনসুরেন্স একাডেমী পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন করা হয়েছে

৭। কিছু উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি

আন্তর্জাতিক ঋণমান যাচাইকারী প্রতিষ্ঠান যথা Moody's Investor Service এবং Standard & Poor's কর্তৃক সম্পাদিত ২টি পৃথক মূল্যায়নে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সার্বভৌম ঋণ মান (Soverign Credit Rating) অর্জন করেছে, যা সন্তোষজনক। দুটি মূল্যায়নেই বাংলাদেশের অবস্থান ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়ার সমপর্যায়ের। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান পাকিস্তান ও শ্রীলংকার ওপরে আছে। ঋণমানের এ মূল্যায়নের সুবিধাসমূহ হলো:

- ✓ অর্থায়ন ও লেনদেনের ভারসাম্য বিবেচনায় ঝুঁকির সম্ভাবনা হ্রাস
- ✓ অর্থনীতি সংকট মোকাবেলার সক্ষমতার প্রমাণ
- ✓ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজির প্রাপ্তি সহজতর হবে
- ✓ বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধি পাবে
- ✓ সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং পুঁজিবাজারে বিদেশী বিনিয়োগের সহায়ক

৮। উপসংহার

জনগণের বিপুল ভোটে নির্বাচিত বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার বাংলাদেশকে স্বল্পতম সময়ে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার রূপকল্প বাস্তবায়নের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে ঘোষণা করেছে ২০০৯-১০ এবং ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেট। শুরুতেই দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে চলমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার নেতিবাচক প্রভাব অনেকাংশেই মোকাবেলা করা সম্ভব হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরসমূহের তুলনায় ২০০৯-১০ এবং ২০১০-১১ এই দুই অর্থবছরের বাজেটে কৃষি খাতের উন্নয়নে কার্যকর ও বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ, বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে বিপুল বিনিয়োগ পরিকল্পনা, তথ্য প্রযুক্তি খাতের বিকাশে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ, সর্বস্তরে ব্যবসা বান্ধব সুশাসন প্রতিষ্ঠা, সন্তোষজনক রপ্তানি প্রবৃদ্ধি এবং রেমিট্যান্স প্রবাহের আশাপ্রদ অগ্রগতি ইত্যাদির ফলে ২০১৩ সালের মধ্যে জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশে উন্নীত করা সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যায়। তবে এর জন্য প্রয়োজন সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যাপক বিনিয়োগ এবং সরকারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের প্রয়োজনীয় সংস্কার। বিশ্বের প্রধান প্রধান আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন Citi Group, Goldman Sachs, JP Morgan, Merill Lynch, Pricewaterhouse Coopers, Morgan Stanley বাংলাদেশকে ২০৫০ সালের বিশ্ব অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ দেশ হিসেবে বিবেচনা করেছে। আর বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই হতে পারে এসব আশাবাদের মূল সোপান।